দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ [illegible]/২০০০
পৃষ্ঠা .... কলাম ....

৫০

বোর্ডের বই প্রকাশে জটিলতা দূর হয় নাই

রেজানুর রহমান ॥ বছর শেষ হইতে আর মাত্র সাড়ে ৩ মাস বাকী। অথচ অদ্যাবধি নূতন বছরের জন্য বোর্ডের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের কাজ শুরু হয় নাই। স্বাভাবিক নিয়মে এই কাজ জুলাই-আগস্টের মধ্যে শুরু হওয়ার কথা থাকিলেও সেপ্টেম্বর মাসেও টেন্ডার চূড়ান্তকরণ প্রক্রিয়া সমাধা হয় নাই। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ রহিয়াছে ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে বোর্ডের নূতন পাঠ্যপুস্তক সকল স্কুলে পৌঁছাইতে হইবে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এই নির্দেশ পালিত হইবে কিনা সন্দেহ দেখা দিয়াছে। (২য় পৃষ্ঠায় ১-এর কঃ দ্রঃ)

বোর্ডের বই

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কারণ বছরের শেষ লগ্নে অধিকাংশ প্রেস ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ক্যালেন্ডারসহ বিভিন্ন সরকারী নথিপত্র প্রকাশের কাজে ব্যস্ত হইয়া যায়। উপরন্তু এইবার ভোটার লিস্ট প্রকাশের ব্যস্ততাও রহিয়াছে। কাজেই চলতি মাসেও যদি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের জটিলতা দূর হয় তাহা হইলেও ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে সকল স্কুলে নূতন বই পৌঁছাইবে কিনা এই ব্যাপারে নিশ্চিত করিয়া বলা যাইতেছে না।

নূতন বছরের জন্য প্রাথমিক স্তরে ৩৩টি বিষয়ে মোট ৫ কোটি ৬০ লক্ষ বই এবং মাধ্যমিক স্তরে ৭০টি বিষয়ের জন্য মোট আড়াই কোটি বই প্রকাশ করিতে হইবে। ইতিমধ্যে উভয় স্তরের জন্য টেন্ডার আহবান করার প্রেক্ষিতে সর্বমোট ১১০১টি প্রেস এবং প্রকাশনা ও মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান টেন্ডার জমা দিয়াছিল। প্রাথমিক শাখার বইয়ের ক্ষেত্রে একটি টেন্ডারদাতা প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা নিয়া প্রশ্ন উঠায় সংকট শুরু হয়। একটি সূত্র জানায়, প্রাথমিক শাখায় ইতিপূর্বেকার টেন্ডার বাতিল করিয়া নূতন টেন্ডার আহবানের উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে। নিয়ম অনুযায়ী এই ক্ষেত্রে কমপক্ষে আরও এক মাস সময়ক্ষেপণ হইবে। অর্থাৎ অক্টোবরের পূর্বে বোর্ডের বই প্রকাশের কার্যাদেশ চূড়ান্ত করা সম্ভব হইবে না। এইবার মাধ্যমিক শাখায় ৭০টি বই নূতন করিয়া প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে। সঙ্গত কারণেই বইয়ের প্রচ্ছদও নূতন হইবে। নূতন প্রচ্ছদে নূতন বই তড়িঘড়ি করিয়া প্রকাশের উদ্যোগ নিলে ভুল-ভ্রান্তি থাকিয়া যাইতে পারে বলিয়া অনেকে মন্তব্য করিয়াছেন।

এদিকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে অধ্যাপক কফিল উদ্দিনের স্থলে ডঃ তপন কান্তি চৌধুরীকে নয়া চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে।